উনবিংশতি দার্‌স

الدرس التاسع عشر

‘তাঁর সুবিচারঃ

عدله ﷺ:

তাঁর সুবিচার হলো, তিনি তাঁর গৌরবময় মহান প্রতিপালকের কার্যকলাপে সুবিচার করেছেন। স্বীয় নাফ্‌সের সাথে আচরণে সুবিচার করেছেন। তাঁর স্ত্রীগণের এবং অন্যান্য সকল নিকটের ও দূরের, সাথী বা বন্ধুর, যে তাঁর পক্ষের এবং যে বিপক্ষের এমন কি যে তাঁর বড় শত্রু তার সাথেও তিনি সুবিচার করেছেন। কোন জাতি তাঁর উপর অভিযোগ করেছে, কেউ তাঁর ব্যাপারে ভুল করেছে, কিন্তু তিনি কোন সময় সুবিচার ত্যাগ করেন নি। সুবিচার ছিলো রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর জীবনের সর্বাবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি সাহাবাগণ থেকে নিজের স্বতন্ত্রতা পছন্দ করতেন না। বরং তিনি ন্যায় ও সমতা ভালবাসতেন। তাঁদের মত তিনিও কষ্ট-ক্লেশ ও ক্লান্তি সহ্য করতেন। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘বদরের দিন আমাদের প্রত্যেক তিনজনের জন্য ছিলো একটি উট। আবূ লুবাবা এবং আলী ইবনে আবী তালিব ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথী। যখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর (পায়ে হাঁটার) পালা এলো, তাঁরা দু’জন বললো, আমরা হেঁটে যাই আপনি সওয়ারীর উপরেই থাকুন। তিনি বললেন,

((مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّي وَلَا أَنَا بِأَغْنَى عَنْ الْأَجْرِ مِنْكُمَا))

“তোমরা দু’জন আমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী নও এবং আমি তোমাদের দু’জনের থেকে নেকীর মুখাপেক্ষী কম নই।” একদা উসাই ইবনে হুযায়ের যখন সাথীদের সাথে ঠাট্টা করছিলেন এবং তাদেরকে হাসাচ্ছিলেন, তিনি-ﷺ-একটি ছড়ি দিয়ে তাঁর কোমরে খোঁচা দিলেন। তখন উসায়েদ বললেন, আপনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন। এখন আমাকে আপনার থেকে বদলা নিতে দিন! তিনি -ﷺবললেন, ঠিক আছে বদলা নাও। উসায়েদ বললেন, আপনার গায়ে জামা রয়েছে, আমার গায়ে জামা ছিলো না। তখন নবী করীম-ﷺ-তাঁর জামাটা (পিঠ) থেকে উঠিয়ে নিলেন। তখন উসায়েদ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে জড়িয়ে ধরে তাঁর কোমর ও পাঁজরের মাঝখানে চুমা দিতে লাগলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এটাই চাচ্ছিলাম। তিনি-ﷺ-মানুষের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত রাখার তাগিদে পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ কর্তৃক দন্ড-বিধি পরিহার করতে পছন্দ করতেন না, যদিও অপরাধী তাঁর কোন আত্মীয় ও প্রিয়জন হতো। তাই তো মাখযুমী গোত্রের মহিলার চুরির ঘটনায় উসামার সুপারিশ গ্রহণ করেন নি। এ ব্যাপারে তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তি হলো,

((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا))

“হে লোক সকল! তোমাদের পূর্বের লোকেরা এই জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করতো, তখন তাঁকে ছেড়ে দিতো। (তার উপর আল্লাহর দন্ড-বিধি কায়েম করতো না) আর যখন কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করতো, তখন তার উপর দন্ড-বিধি কায়েম করতো। আল্লাহর শপথ! যদি মুহাম্মাদের বেটি ফাতিমা চুরি করতো, তাহলে আমি তাঁর হাতও কর্তন করে দিতাম।”